শিক্ষকের নিকট শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশিত আচরণ

শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীর চাওয়া-পাওয়ার তালিকা অসীম। যৌক্তিক কারণেই এটা থাকা স্বাভাবিক, কারণ শিক্ষার্থীরা সবসময় শিক্ষককে অপার জ্ঞানের ভাণ্ডার ও বিশাল হৃদয়ের অধিকারী মনে করে এবং তাকে তাঁর হৃদয়ে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে। তাই যিনি শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করবেন, তাকে এ দিকগুলো এবং অপরাপর বিষয়গুলো মাথায় রেখে শিক্ষকতা পেশাকে নির্বাচন করা উচিত। তাই পেশাগত নীতির প্রতি দৃঢ় আস্থা রাখা এবং এসকল নীতি অনুসরণের ক্ষেত্রে অবিচল নিষ্ঠাবান হওয়া কেবল একজন শিক্ষকের মর্যাদাকেই বৃদ্ধি করবে না, শিক্ষকতা পেশাকে গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করবে।

শিক্ষকের কাছে শিক্ষার্থীর প্রত্যাশা কোনো স্তরে অবস্থান করে এবং তাঁর প্রত্যাশার সাথে সংযোগ ঘটলে শিক্ষার্থীর জীবনে কিভাবে পরিবর্তন আসে তা নিচের গল্পটিতে ফুটে উঠেছে এবং আশা করি প্রত্যেক শিক্ষকের কোমল হৃদয়কে এটি স্পর্শ করবে। আর তাতে আমরা নিজেকে নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবো।

প্রিয় শিক্ষক

জানুয়ারি মাস। চতুর্থ শ্রেণীর ক্লাস শুরু হয়েছে। প্রথম দিনের প্রথম ক্লাসে এসেছেন শ্রেণী-শিক্ষক নাসরিন জাহান। তিনি শ্রেণীতে প্রবেশ করে সবাইকে শুভেচ্ছা জানালেন। বললেন, 'তোমরা সবাই আমার চোখে সমান'। কিন্তু পরে তিনি বুঝেছিলেন কথাটি পুরোপুরি ঠিক নয়।

সেদিন সামনের সারিতে মনমরা ও জড়োসড়ো হয়ে বসেছিল আনোয়ার নামের একটি ছেলে। তাঁর জামা কাপড় ময়লা। চুল উশকো খুশকো। হাত-পা অপরিষ্কার।

দেখা গেল, সে লেখাপড়ায়ও অমনোযোগী।

কয়েকদিন পরের কথা। সেদিন নাসরিন আপা বিগত বছরগুলোর পরীক্ষার ফলাফল দেখছিলেন। তিনি একে একে প্রতিটি ছাত্রের ফলাফল দেখলেন। সবার শেষে দেখলেন আনোয়ারের ফলাফল। দেখে তিনি আশ্চর্য হলেন।

আনোয়ার সর্ম্পকে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষকের মন্তব্য খুব সুন্দর। তিনি লিখেছেন : 'আনোয়ার হাসিখুশি বুদ্ধিমান ছেলে। সে নিয়মিত ও ভালভাবে পড়ালেখা করে। তাঁর বিদ্যালয়ের কার্যক্রম প্রশংসনীয়। তাঁর আচরণও বেশ মার্জিত।'

দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষক মন্তব্য করেছেন : 'আনোয়ার বেশ চৌকস ছেলে। ক্লাসের সবাই তাকে পছন্দ করে। কিন্তু তাঁর মনে ভীষণ কষ্ট। কারণ, তাঁর মা অসুস্থ ও দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত।'

তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষক লিখেছেন, 'মায়ের মৃত্যু আনোয়ারকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছে। সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। স্কুলের ব্যাপারে তার উৎসাহ নেই বললেই চলে। সে একলা থাকে, আর প্রায়ই ক্লাসে বিমর্ষ থাকে।'

নাসরিন আপা এবার সচেতন হলেন। তিনি আনোয়ারের সমস্যা বুঝতে পারলেন।

কয়েকমাস পরের কথা। সেদিন ছিল স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস। নাসরিন আপার ক্লাসে ছাত্ররা সেদিন তাঁর জন্যে সুন্দর সুন্দর উপহার নিয়ে এসেছে। সেগুলো রঙিন কাগজে মোড়া আর চমৎকার ফিতে দিয়ে বাঁধা। শুধু আনোয়ারের উপহারটি ছিল অন্য রকম। সে এনেছে মুদি দোকানের খসখসে বাদামি কাগজে কোনো রকমে মোড়ানো উপহার।

একে একে সব উপহার খুলতে লাগলেন নাসরিন আপা। সবগুলো সুন্দর সুন্দর উপহার। সব শেষে তিনি খুলতে গেলেন আনোয়ারের দেওয়া উপহার। সবার সামনে সেটা খুলতে নাসরিন আপার একটু কষ্টই হচ্ছিল। দেখা গেল, মোড়কটির ভেতরে রয়েছে কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার বই 'দোলনচাঁপা'। আর রয়েছে পুরনো দুজোড়া রুপোর চুড়ি।

নাসরিন আপা উপহার দেখে খুশি হয়ে বললেন, 'বাহ, বেশ সুন্দর উপহার! কাজী নজরুল ইসলাম আমারও খুব প্রিয়।' তারপর চুড়ি জোড়া হাতে পরে আনোয়ারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি খুব খুশি হয়েছি। চুড়িগুলো কোথায় পেলে?' আনোয়ার বলল, 'আমার মায়ের।'

সেদিন স্কুল ছুটির নাসরিন আপা যখন স্কুল থেকে বের হচ্ছেন আনোয়ার তখন তাঁর কাছে এসে দাড়িয়ে বলল, 'বইটিও আমার মায়ের দেওয়া। আমার মা-ও কাজী নজরুল ইসলামের ভক্ত ছিলেন। আপনাকে উপহারগুলো দিতে পেরে আমার খুব ভাল লাগছে।'

বাড়ি ফেরার পর নাসরিন আপার মন বিষন্ন হয়ে পড়ল। তাঁর বার বার মা-হারা আনোয়ার আর তাঁর উপহারের কথা মনে পড়তে লাগল।

সেদিন থেকেই আনোয়ারের প্রতি আলাদা এক মমতায় তাঁর মন ভরে গেল। আনোয়ারও দিনে দিনে পড়াশুনার প্রতি মনোযোগী হলো। নাসরিন আপা যতই তাকে উৎসাহিত করতে লাগলেন, ততই সে দ্রুত সাড়া দিতে লাগলো। বছরের শেষ দিকে আনোয়ার হয়ে উঠলো ক্লাসের সবচেয়ে ভাল ছাত্র।

বছর খানেক পরের কথা। আনোয়ারের কাছ থেকে একটা চিরকুট পেলেন নাসরিন আপা। তাতে লেখা : 'আপনি আমার জীবনের সেরা শিক্ষক।'

ছয় বছর পর তিনি আর একটা চিরকুট পেলেন। আনোয়ার লিখেছে : 'আমি স্কুল জীবন শেষ করেছি। মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান পেয়েছি। আপনি আমার জীবনের সেরা শিক্ষক।'

এরও ছয় বছর পর নাসরিন আপা আনোয়ারের আর একটা চিঠি পেলেন। আনোয়ার জানিয়েছে : 'আমার জীবনের দুঃখময় দিনে আপনি আমাকে পথ দেখিয়েছিলেন।' এখন আমি সর্বোচ্চ সম্মান নিয়ে ডিগ্রি অর্জন করেছি। 'আপনি আমার সবচেয়ে প্রিয় ও অন্যতম সেরা শিক্ষক'। (বিদেশি গল্প অবলম্বনে রচিত আমার বাংলা বই, চতুর্থ ভাগ থেকে গৃহীত)